অন্যথায় প্রস্তাব গৃহীত হয় না। প্রস্তাবের শর্তগুলি প্রস্তাবগ্রহীতাকে স্পষ্ট ভাবে জানাতে হবে। প্রস্তাবের সমস্ত শতগুলি কোনবাবে প্রস্তাবগ্রহীতাকে যদি জানানো হয় তবে প্রস্তাবকারী পরে শর্ত পূরণের দাবি করতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা নিজের কোন ভুলের জন্য যদি প্রস্তাবের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত না হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতা প্রস্তাবকারীর ইচ্ছা সাপেক্ষে উক্ত শর্তাবলী পালনে বাধ্য থাকবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি একটি রেলওয়ে টিকিট ক্রয় করে। টিকিটের সামনে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত ছিল যে "পিছনে শর্তাবলী দেখুন"। শর্তাবলীর মধ্যে এরূপ একটি শর্ত ছিল যে যাত্রীগণ আরোহনকালে কোনভাবে আঘাত পেলে রেলওয়ে কোম্পানি কোনভাবে দায়ী থাকবে না। রেলের দুর্ঘটনার একজন বৈধ আরোহী আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। বিচারে স্থির হল, ঐ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি টিকিটের শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ। তাই এই দুর্ঘটনার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাবে না। Thomson v. L. M. & S. Rly.

(৮) প্রস্তাবের মধ্যে এমন শর্ত থাকবে না যেটি পালিত না হলে মনে করা হবে যে প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে :

একজন প্রস্তাবকারি কখনো এমন বলতে পারে না যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি প্রস্তাবের স্বীকৃতি জানানো না হয় তাহলে মনে করা হবে যে প্রস্তাবটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা যদি প্রস্তাবকারীর কথা মতো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোনরূপ উত্তর না পাঠায় তবে কোন চুক্তি গঠিত হয় না। কারণ প্রস্তাবগ্রহীতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা যায় না।

(৯) দু'টি একই রকম বিপরীত-প্রস্তাবের দ্বারা প্রস্তাব হয় না :

যখন দুই পক্ষ নিজেদের অজান্তে একে অপরকে একই রকম প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, তখন তাকে বিপরীত-প্রস্তাব (cross-offer) বলে। বিপরীত প্রস্তাবের অর্থ কখনো এই নয় যে, একজনের প্রস্তাব অপরজন দ্বারা স্বীকৃত হল। প্রকৃতপক্ষে, দুই বিপরীত পক্ষ থেকে একইরকম দুই বিপরীত প্রস্তাবের সাহায্যে কোনরকম প্রকৃত প্রস্তাবই গঠিত হতে পারে না। বিপরীত প্রস্তাব (Cross-offer) তাই নিষ্ফল হয়ে যায়।

১(খ).৬ স্বীকৃতি

যার কাছে প্রস্তাব করা হয়, যখন তিনি প্রস্তাবটিকে সায় প্রকাশ করেন, বা, সম্মতিপ্রদান করেন, তখন বলা হয় প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাব গৃহীত হলে, তাকে প্রতিশ্রুতি বলে। —২(খ) ধারা।

যেমন—রামবাবু তার বাড়িটি তার বন্ধু যদু বাবুকে ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দেন। যদু বাবু উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার সায় দেন। এক্ষেত্রে রামবাবুর প্রস্তাবটি যদুবাবু দ্বারা স্বীকৃত হল।

প্রস্তাব কে গ্রহণ করতে পারে?

একটি প্রস্তাব কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি বা সেই সকল ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যাকে বা যার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ, কোন একটি প্রস্তাব সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে, অন্য কোন ব্যক্তি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু, কোন প্রস্তাব যদি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে থেকে যে কেউ সেই প্রস্তাব করতে পারে। স্বীকৃতিকে বৈধ রূপ দিতে হলে স্বীকৃতিদাতার সায় প্রস্তাবকারীর কাছে অতি অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

১(খ).৭ বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী

স্বীকৃতি সম্পর্কিত কতকগুলি নিয়মাবলী আছে। কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্বীকৃতিকে আইনত কার্যকরী করতে হলে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে—

(১) স্বীকৃতি সম্পূর্ণ (absolute) **ও নিঃশর্ত** (Unqualifed) **হওয়া আবশ্যক—**

স্বীকৃতিকে বৈধ হতে গেলে সেটি অবশ্যই সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত হতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবের অন্তর্গত শর্তগুলির কোনরূপ পরিবর্তন না করেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রস্তাবের শর্তগুলির মধ্যে কোনো একটিরও যদি সামান্যতম পরিবর্তন করেও প্রস্তাবের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে তা বৈধ চুক্তি হয় না। কোন স্বীকৃতি যদি শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বৈধ স্বীকৃতি বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাবের অর্থ হল প্রতি-প্রস্তাব (counter-offer)।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে তার গাড়িটি ১৫০০০ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। 'খ' ১২০০০ টাকায় সম্মত হল। বিচারে স্থির হল যে, এটি কোন নিঃশর্ত স্বীকৃতি নয়। তাই কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি।

(২) স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীকে জানাতে হবে :

স্বীকৃতি তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতিদাতা তার স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে জানায়। স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে না জানিয়ে যদি নিজের মনের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে স্বীকৃতি বৈধ হয় না। এই ধরনের স্বীকৃতিকে 'মানসিক স্বীকৃতি' বলে। এই ধরনের স্বীকৃতি আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়।

(৩) মানসিক স্বীকৃতি :

যে ক্ষেত্রে কোন প্রস্তাবের স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীর কাছে পাঠানো বা জানানো না হয়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের নীরব স্বীকৃতির দ্বারা কোন চুক্তি গঠিত হয় না। প্রস্তাবগ্রহীতা যদি নীরব থাকেন, অর্থাৎ কোনভাবে তার স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীর কাছে প্রকাশ না পায়, তাহলে সেই স্বীকৃতি বৈধ হয় না।

উদাহরণ : কয়লা সরবরাহের জন্য একটি প্রস্তাব করে রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হয়। ম্যানেজার প্রস্তাবটি অনুমোদন (Approved) করে অফিসের টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেন। ভুলবশত সেটি ড্রয়ারেই থেকে যায়। বিচারে স্থির হল কোন চুক্তি হয়নি।

–Brogden Vs. Metropolitan Railway Co. (1877)

(৪) প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে স্বীকৃতি জানাতে হবে—

প্রস্তাবকারী যে ভাবে স্বীকৃতি জানাতে বলেছেন, স্বীকৃতি সেই নির্দেশিত পথেই হতে হবে। এর কোন অন্যথা হলে চুক্তি হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন প্রস্তাবকারী যদি চিঠি দিয়ে স্বীকৃতি জানানোর কথা উল্লেখ করেন, তাহলে প্রস্তাবগ্রহীতা যদি টেলিফোনে স্বীকৃতির কথা জানায় তাহলে প্রস্তাবকারীর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বৈধ হয়, বা হয় না। অর্থাৎ প্রস্তাবকারী এই বলে সম্মতিটি বাতিল করতে পারেন, যে সম্মতিটি নির্দেশিত পথে করা হয় নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুক্ত আইনে প্রস্তাবকারীকে ইচ্ছানুযায়ী স্বীকৃতির পদ্ধতি স্থির করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম মেনেও নিতে পারেন।

(৫) যার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে তিনিই কেবল স্বীকৃতি জানাতে পারেন :

প্রস্তাব যাকে করা হয়েছে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন ও প্রস্তাব

সম্পর্কিত স্বীকৃতি জানাতে পারেন। অন্য কোন ব্যক্তি যাকে প্রস্তাব করা হয় নি তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা কখনোই বৈধ চুক্তি হয় না।

(৬) প্রস্তাবের সময় সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে বা প্রস্তাব বাতিল করার পূর্বে সম্মতি জানাতে হবে;

প্রস্তাব সম্মতি জানানোর ক্ষেত্রে যদি কোন সময় সীমা নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মতি জানাতে হবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সম্মতি বাতিল বলে গ্রাহ্য হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন সময় সীমা নেই, সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত (reasonable) সময়ের মধ্যে সম্মতি জানাতে হবে। ঘটনার বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতির উপর যুক্তিসঙ্গত সময় সীমা নির্ভর করে।

(৭) প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর হিসাবেই স্বীকৃতি জানাতে হবে :

কোন প্রস্তাব না থাকলে তাতে স্বীকৃতি জানানো যায় না। অর্থাৎ, প্রস্তাবের আগে স্বীকৃতি জানানো যায় না। স্বীকৃতি প্রস্তাবের পরেই জানাতে হয়। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়— 'খ' নামক ব্যক্তি 'ক' এর বাড়িটি কিনবে বলে 'ক' কে তার সম্মতি প্রকাশ করে। যদিও এক্ষেত্রে বাড়ি বিক্রয়ের সম্পর্কে 'ক' এর কোন প্রস্তাবই ছিলো না। তাই 'খ' এর সম্মতি বৈধ নয়।

১(খ).৮ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি কীভাবে জানাতে হবে

প্রস্তাব জ্ঞাতকরণ : একজন প্রস্তাবকারী তাঁর প্রস্তাবকে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাবগ্রহীতা বা প্রস্তাবগ্রহীতা গণের নিকট জানাতে পারেন। প্রস্তাবকারী যে কোন ভাবেই তাঁর প্রস্তাবকে প্রস্তাবগ্রহীতার নিকট পৌঁছাতে পারেন যার দ্বারা তিনি প্রস্তাবগ্রহীতাকে কোন কিছু কাজ করার বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যাঁর উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে, যখন সেই প্রস্তাবটি তাঁর গোচরে আসে, তখন বলা হয় প্রস্তাব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হল। যখন ডাকযোগে প্রস্তাব করা হয়, প্রস্তাবের চিঠি যখন প্রস্তাবগ্রহীতার হাতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন বলা হয় প্রস্তাব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হল।

উদাহরণ : রাম তাঁর সুন্দর বাড়িটি শ্যামকে বিক্রয় করবে বলে ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করেন। শ্যাম যখন পত্রখানি পাবেন তখন বলা হবে প্রস্তাব সম্পূর্ণ হল। নচেৎ নয়।

স্বীকৃতি জ্ঞাপন : প্রস্তাবগ্রহীতা কোন কিছু কাজ করে বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থেকে তাঁর স্বীকৃতি জানাতে পারেন।

প্রস্তাবকারীর কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবগ্রহীতার হাতছাড়া হয় এবং যখন প্রস্তাবকারীর আর কিছুই করার থাকে না। আর, প্রস্তাবগ্রহীতার বেলায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর নিকট পৌঁছায়।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে স্বীকৃতির জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি দিক আছে—

(i) প্রস্তাবকারীর ক্ষেত্রে এবং

(ii) প্রস্তাবগ্রহীতার ক্ষেত্রে।

উদাহরণ : 'ক' পত্র দ্বারা তাঁর বাড়ি খানি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয়ের জন্য 'খ' কে প্রস্তাব দেন। 'খ' পত্র দ্বারা প্রস্তাবের স্বীকলতি জানান।

প্রস্তাবকারীর কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন 'খ' তাঁর স্বীকৃতির পত্রখানি ডাকে প্রেরণ করেন।

প্রস্তাবগ্রহীতার কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন 'খ' এর স্বীকৃতির পত্রখানি 'খ' পাবেন। তার আগে নয়।

১(খ).৯ প্রস্তাব প্রত্যাহার

চুক্তি আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না।

⊙ **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা**— স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাবকারী যে কোন সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রস্তাব বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে প্রস্তাব আর বাতিল করা যায় না। সেক্ষেত্রে উহা বৈধ চুক্তিতে পরিণত হয়।

⊙ **সময় উত্তীর্ণ হলে**— প্রস্তাবকারী যদি প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেন, তাহলে সেই সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রস্তাব আর গ্রহণ করা যায় না

⊙ **যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে**— যে ক্ষেত্রে প্রস্তাব গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে প্রস্তাবটি আর গ্রহণযোগ্য থাকে না, প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। বিষয়ের পরিস্থিত অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত সময় সীমা স্থির হয়।

⊙ **মৃত বা উন্মাদ হলে**— প্রস্তাব স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাব গ্রহীতা যদি জানতে পারেন যে প্রস্তাবকারী মারা গেছেন বা উন্মাদ হয়ে গেছেন, তবে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

⊙ **শর্ত পূরণ না করলে**— প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে যদি কোন শর্ত পূরণের ব্যাপার থাকে, সেই শর্ত পূরণ না হলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

⊙ **প্রতি প্রস্তাব** (Counter-Offer)— কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি কোন প্রতি প্রস্তাব করে থাকেন, তাহলে সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যায়।

⊙ **প্রস্তাবগ্রহীতা দ্বারা প্রত্যাখান হলে**— যদি কোন প্রস্তাবগ্রহীতা প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেন, তাহলে সেই প্রস্তাব সেখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রস্তাব একবার প্রত্যাখান করা হলে তা পরবর্তীকালে আর গ্রহণ করা যায় না।

১(খ).১০ স্বীকৃতি প্রত্যাহার

আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী, স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছাবার আগে যে কোন সময়ে স্বীকৃতিদাতা তাঁর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু, স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছে গেলে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহার করা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' পত্র দ্বারা 'খ' কে তাঁর বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাব জানাল। 'খ' স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর পত্রখানি ডাকে পাঠাল। 'খ' তাঁর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর স্বীকৃতি

সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু, একবার স্বীকৃতির সংবাদ যদি প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহার করা যায় না।

প্রত্যাহার জ্ঞাপন— নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা সম্ভব। স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হলে তা অবশ্যই প্রস্তাবকারীকে জানাতে হবে।

যিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করছেন, তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হবে যখন স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সংবাদ প্রস্তাবকারী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়েছে। এর পরে সেই সংবাদের ওপর প্রত্যাহারকারীর আর কোন ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ, এর পর প্রত্যাহার আর তিনি বাতিল করতে পারেন না।

যাঁর নিকট প্রত্যাহার জানানো হচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হয় যখন প্রত্যাহারের সংবাদ তার জ্ঞানগোচরে আসে।

১(খ).১১ সারাংশ

এই এককটি বিস্তারিত ভাবে পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানলাম—

- প্রস্তাব ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা;
- বৈধ প্রস্তাব ও বৈদ স্বীকৃতির নিয়মাবলী;
- প্রস্তাবের প্রকারভেদ;
- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পদ্ধতিসমূহ;
- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার উপায় সমূহ।

১(খ).১২ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১) প্রস্তাব ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা দিন

২) প্রস্তাব ও স্বীকৃতির একটি করে উদাহরণ দিন।

৩) ধনাত্মক বা ঋণাত্মক প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়?

৪) শর্তাধীন প্রস্তাবের একটি উদাহরণ দিন।

৫) মানসিক স্বীকৃতির সংজ্ঞা দিন।

৬) স্বীকৃতি জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ হয়?

৭) প্রস্তাব প্রত্যাহারের যে কোন উপায়ের কথা উল্লেখ করুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১) প্রস্তাব জ্ঞাপনের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করুন।

২) বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলীগুলি কী কী?

৩) বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলীগুলি কী কী?

৪) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলা হয়?

১(খ).১৩ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S.N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N.D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ১ (গ) ❑ প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা

গঠন

১(গ).১ উদ্দেশ্য

১(গ).২ প্রস্তাবনা

১(গ).৩ সংজ্ঞা

১(গ).৪ বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী

১(গ).৫ প্রতিদানের নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ

১(গ).৬ চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি

১(গ).৭ উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা

১(গ).৮ সারাংশ

১(গ).৯ অনুশীলনী

১(গ).১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.(গ).১ উদ্দেশ্য

এই একক বিস্তারিতভাবে পাঠ আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- প্রতিদানের সংজ্ঞা;
- প্রতিদানের প্রকারভেদ;
- বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী;
- বৈধ প্রতিদানের নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহ;
- চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তির ধারণা;
- উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা;

১(গ).২ প্রস্তাবনা

চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে আইনসঙ্গত প্রতিদান অন্যতম প্রধান। চুক্তির দুটি পক্ষ থাকে—প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা। চুক্তির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষই কিছু দেয় এবং কিছু পায়। চুক্তির জন্য যা কিছু পাওয়া যায়, বা যা কিছু দেওয়া হয়, তাকেই বলে প্রতিদান। কোন কিছু করা, কোন কাজ হতে বিরত থাকা, কোন কাজ করার বা না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে প্রতিদান বলে। চুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। চুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের মধ্যে কোন একটি আইনসঙ্গত না হলে চুক্তি নিষ্ফল হয়ে যায়। অনেক সময় কিছু কিছু চুক্তি প্রতিদান ব্যতিরেকেই সংঘটিত হয়। এগুলি

বৈধ প্রতিদান সম্পর্কিত নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম। এই একক পাঠের মাধ্যমে বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী, প্রতিদান-নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ ও প্রতিদানের বৈধতা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

১(গ).৩ সংজ্ঞা

বৈধ চুক্তির একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্রতিদান। সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রতিশ্রুতি দাতা তাঁর প্রতিশ্রুতি জন্য যা দাবি করেন, তা হল প্রতিদান। চুক্তি নিয়ম অনুযায়ী, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চুক্তিতে আবদ্ধ প্রতিটি পক্ষই কিছু দেবে এবং কিছু পাবে। যা কিছু দেওয়া হয়, বা পাওয়া যায়, তাকেই প্রতিদান বলে।

Currie Vs. Misa (1875) : একটি বিখ্যাত ইংরেজি মামলার প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহা এক পক্ষের অর্জিত কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা উপকার; অন্য পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত, অনুমোদিত বা গৃহীত কোন বিরতি, অন্তরায়, ক্ষতি বা দায়িত্ব।"

"a valuable consideration in the sense of the Law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forebearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other."

চুক্তির আইনের ২ (ডি) ধারা অনুযায়ী প্রতিদানের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে।— ''প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন কার্য করেছেন বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকছেন, অথবা কোন কার্য করার বা কার্য হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন এরূপ কার্য বা প্রতিশ্রুতি কে বলা হয় ঐ প্রতিশ্রুতিদাতার প্রতিদান।"

উপরের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে প্রতিদান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি স্পষ্ট হয়—

- প্রতিদান বলতে কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়।
- প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছানুসারে কোন কিছু করা হয় বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা হয়।
- প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কাজ করেন বা ঐ কাজ করা থেকে বিরত থাকেন।
- এই কাজ করা বা কাজ থেকে বিরত থাকার ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে এমনও হতে পারে, অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে।

উদাহরণ :—

(১) 'ক' নামক এক ব্যক্তি 10,000 টাকায় তাঁর গাড়ি খানি তাঁর বন্ধু 'খ' কে বিক্রি করতে সম্মত হয়। এখানে 'ক' এর প্রতিদান হচ্ছে 10,000 টাকা। আর 'খ' এর প্রতিদান হচ্ছে 'ক' এর গাড়ি-খানি।

(২) একটি ঘোড়ার মালিক 1,000 টাকার বিনিময়ে একটি আরোহীকে একদিনের জন্য ভাড়া দিতে সম্মত হন। এক্ষেত্রে ঘোড়ার মালিকের প্রতিদান হল 1,000 টাকা। আর আরোহীর প্রতিদান হল 1,000 টাকার বিনিময়ে একদিনের জন্য ঘোড়াটি ভাড়াতে পাওয়া।

(৩) একজন অফিসের মালিক 1500 টাকা মাসিক মাহিনা দিয়ে একজন কর্মচারী রাখেন। এক্ষেত্রে মালিকের প্রতিদান হবে কর্মচারী দ্বারা প্রদত্ত সেবাকার্য। আর কর্মচারীর প্রতিদান হবে মাসিক 1500 টাকা।

১(গ).৪ বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী

বৈধ প্রতিদানের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(১) প্রতিদান প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে হতে হবে :

চুক্তি আইনের ২ (ডি) ধারা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কিছু করেন বা কিছু করা থেকে বিরত থাকেন, তখন তাকে প্রতিদান বলে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছানুসারে যদি কার্য সম্পাদন করা না হয় তাহলে তাকে বৈধ প্রতিদান বলা হয় না। তাই নিজের ইচ্ছানুসারে বা তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছানুসারে যদি কোন কার্য করা হয়, বা সেবা প্রদান করা হয়, তবে তাকে বৈধ প্রতিদান বলা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' এর বাড়িতে আগুণ লেগেছে দেখে 'খ' আগুন নেভাবে শুরু করেন। কিন্তু 'ক' কখনোই এ ব্যাপারে 'খ' এর সাহায্য চায় নি। 'খ' নিজে থেকেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন। তাই 'খ' তাঁর কাজের জন্য 'ক' এর কাছে কোন অর্থ দাবি করতে পারে না।

(২) প্রতিদান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হতে পারে—

চুক্তি আইনের ২ (ডি) ধারা অনুসারে প্রতিদানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে প্রতিদান অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের হতে পারে। প্রতিদানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—". . . . . কোন কার্য করেছেন বা কোন কার্য থেকে বিরত রয়েছেন (অতীত), অথবা কোন কার্য করেন বা কার্য থেকে বিরত থাকেন (বর্তমান), অথবা কোন কার্য করার বা কোন কার্য থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন (ভবিষ্যত) . . . . . ।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিদান তিন রকমের—(ক) অতীত প্রতিদান, (খ) বর্তমান প্রতিদান ও (গ) ভবিষ্যত প্রতিদান।

(ক) অতীত প্রতিদান : প্রতিশ্রুতি করার পুর্বে কোনো পক্ষের প্রতিদান দেওয়া হয়ে গেলে ঐ প্রতিদানকে অতীত প্রতিদান বলে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর একটি মূল্যবান হারানো বই খুঁজে দেন। 'খ' প্রতিশ্রুতি দেন 'ক' কে একটি পেন উপহার দেবেন। এখানে 'খ' এর প্রতিশ্রুতি হল 'ক' এর অতীত প্রতিদানের জন্য।

(খ) **বর্তমান প্রতিদান :** যে প্রতিদান প্রতিশ্রুতির সাথে একই সঙ্গে চলতে থাকে, তাকে বর্তমান বা সম্পন্ন (executed) প্রতিদান বলে।

উদাহরণ : একটি ছাত্র 50 টাকায় দোকান থেকে একটি পুস্তক ক্রয় করলেন। এটি বর্তমান প্রতিদান। এক্ষেত্রে ছাত্রটি 50 টাকার বিনিময়ে প্রতিদান হিসাবে বইটি পেলেন। আর দোকানদার বইটার বিনিময়ে প্রতিদান স্বরূপ 50 টাকা পেলেন।

(গ) **ভবিষ্যত প্রতিদান :** প্রতিদানের তারিখ ভবিষ্যত কালে নির্ধারতি থাকলে তাকে ভবিষ্যত প্রতিদান বা সম্পাদ্য প্রতিদান (Executory consideration) বলে।

উদাহরণ : 'ক' দু'মাস পরে নির্দিষ্ট দামে তাঁর সুন্দর বাড়িটি 'খ' কে বিক্রিয় করতে সম্মত হল। 'খ' দু'মাস পর বাড়িটি ক্রয় করার সময় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত হয়। এখানে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, যা 'ক' এর প্রতিদান ও বাড়িখানি, যা 'খ' এর প্রতিদান, ভবিষ্যতে দু'মাস পরে হস্তান্তর হবে।

(৩) প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া অনাবশ্যক :

কোন কিছুর পরিবর্তে যা কিছু দেওয়া হয় তা হল প্রতিদান। প্রতিদান হিসাবে যা কিছু দেওয়া হয়, তা আবশ্যিক ভাবে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। কোন চুক্তিকে বৈধ হতে গেলে প্রতিদান পর্যাপ্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ প্রতিদান পর্যাপ্ত ছিল না বলে চুক্তি প্রত্যাহার করা যাবে না। চুক্তি আইনে প্রতিদানের মূল্য চুক্তির অন্তর্ভূক্ত পক্ষদ্বয়ই স্থির করে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি অপর্যাপ্ত প্রতিদান স্থির হয়ে থাকে, তাহলেও চুক্তি নিষ্ফল হয় না। আইন দ্বারা চুক্তি বলবৎ যোগ্য হতে গেলে প্রতিদান থাকা আবশ্যক। কিন্তু কখনোই সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রতিদানের প্রয়োজন হয় না।

২৫ ধারার ২ নং ব্যাখ্যা অনুসারে *"যে সম্মতিতে স্বেচ্ছাকৃত সায় আছে, সেই সম্মতি শুধুমাত্র* অপর্যাপ্ত প্রতিদানের জন্য নিষ্ফল হয় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা স্বেচ্ছায় তাঁর সায় দিয়েছেন কিনা, এই ব্যাপারটি বিবেচনা করতে গিয়ে আদালত প্রতিদানের অপর্যাপ্ততা বিচার করে দেখতে পারেন।"

উদাহরণ : 'ক' তাঁর সুন্দর বাড়িখানি (দাম ৫ লক্ষ টাকা) 'খ' কে মাত্র ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে রাজি হলেন। এক্ষেত্রে 'ক' স্বেচ্ছায় তাঁর বাড়িখানি বিক্রি করতে চান। এ ক্ষেত্রে প্রতিদানে অপর্যাপ্ততা থাকলেও সম্মতিটি চুক্তি হিসাবে প্রবর্তনযোগ্য হবে।

(৪) প্রতিদান যথার্থ (real) হওয়া প্রয়োজন : যদিও সম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া আবশিক নয়, তথাপি আইনের চোখে প্রতিদানের কোন মূল্য থাকা দরকার। প্রতিদান মিথ্যা (sham) বা ছলনাময় (illusory) হওয়া চলবে না।

উদাহরণ : ০ 'ক' তাঁর বন্ধু 'খ' কে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি সূর্যের উপর থেকে একটা পাথর এনে দিবে। পরিবর্তে 'খ' এর থেকে 1000 টাকা নেবে। 'খ' তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু 'ক' এর প্রতিশ্রুতি মিথ্যা, অসম্ভব ও ছলনাময়। কারণ সূর্য থেকে কোন কিছুই আনা সম্ভব নয়।

০ 'ক' তাঁর মূল্যবান গাড়ি খানি বিনা মূল্যে স্বেচ্ছায় 'খ' কে দিতে সম্মত হলেন। 'ক' এর এই প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল। কারণ প্রতিদান না থাকলে কোন চুক্তি হয় না।

(৫) প্রতিদান বিধিসংগত হতে হবে :—

কোন প্রতিশ্রুতিতে প্রতিদান অবশ্যই বিধিসংগত হতে হবে। কোন প্রতিদানকে অবিধিসংগত বলা হবে যদি—

- ০ ইহা নীতি বর্হিভূত হয়, অথবা
- ০ ইহা প্রতারণামূলক হয়, অথবা
- ০ ইহার বিষয়বস্তু যদি ব্যক্তি বা ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়, অথবা
- ০ ইহা রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ হয়।

(৬) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন পক্ষের থেকে প্রতিদান আসতে পারে :

প্রতিশ্রুতি দাতা যায় উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি করে থাকেন তিনি হলেন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা। ভারতীয় আইনে প্রতিদান প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকেও আসতে পারে। কিন্তু

ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে প্রতিদান শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার কাছ থেকেই আসতে হবে। অন্যথায় বৈধ চুক্তি গঠিত হয় না।

(৭) প্রতিদান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে?

প্রতিদান বলতে কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতিকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিদান কোন কিছু করা (ধনাত্মক) বা কোন কিছু না করা কে (ঋণাত্মক) বোঝায়।

(৮) প্রতিশ্রুতিদাতা অতীতে যা করতে বাধ্য ছিল, তা প্রতিদান হতে পারে না :

কোন একজন ব্যক্তি আইনের দ্বারা কোনকিছু করতে বাধ্য থাকতে পারেন, কোন ব্যক্তি যখন তার অফিসের পদমর্যাদ বলে বা আইনের অধীনে কোন কর্তব্য পালন করেন, তখন তা প্রতিদান হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় না।

১(গ).৫ "প্রতিদান নাই, চুক্তিও নাই"—নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ

আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদান না থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না। ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৫(১) ধারায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হয়েছে। নীচে এই ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হল—

১। ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তি

চুক্তি আধিনিয়মের ২৫(১) ধারা অনুযায়ী—"প্রতিদান ছাড়া চুক্তি বৈধ হয় না, যদি না তা লিখিত হয় এবং সেই সময় প্রযোজ্য নিবন্ধন আইন অনুসারে দলিলটি নিবন্ধীকৃত হয় এবং নিকট আত্মীয়ের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তি হয়।"

নিম্নলিখিত আবশ্যকীয় উপাদানগুলি উপস্থিত থাকলে ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান ছাড়াও চুক্তি বৈধ হয় :

১. চুক্তিটি লিখিত হতে হবে।

২. লিখিত দলিলটি সেই সময়কার প্রচলিত নিবন্ধন আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

৩. চুক্তিটি স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহবশত হতে হবে।

৪. চুক্তিভুক্ত পক্ষ সমূহকে পরস্পরের নিকট আত্মীয় হতে হবে।

উদাহরণ : বিবাদ থাকাকালীন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি চুক্তি হল। চুক্তিতে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কিছু সম্পত্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি করলেন। চুক্তিটি নিষ্ফ হবে কারণ যখন চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল সে সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহ উপস্থিত ছিল না। –Rajlukhy Debee Vs. Bhoothnath (1990)।

২। স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিপূরণ

চুক্তি অধিনিয়মের ২৫(২) ধারা অনুসারে প্রতিদানশূন্য প্রতিশ্রুতি বৈধ হবে যদি "কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় করা কোন কার্যের দ্বারা উপকৃত হয়ে অপর কোন ব্যক্তি যদি তাঁকে পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি দেন তবে তা আইন দ্বারা বলবৎ হবে।"

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর হারিয়ে যাওয়া টাকার থলিটি খুঁজে পেয়ে 'খ' কে ফেরত দিলেন। 'ক' এর স্বেচ্ছায় এই কাজের জন্য 'খ' 'ক' কে 200 টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এটি একটি বৈধ চুক্তি।

৩। তামাদিদোষে দুষ্ট ঋণ

চুক্তি আইনের ২৫(৩) ধারা অনুযায়ী তামাদিদোষে দুষ্ট ঋণ আদায় করা যায়। তাই এই ঋণ পরিশোধের প্রতিদানশূন্য প্রতিশ্রুতি (অলিখিত) আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু তথাপি দেনাদার অথবা তার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এইরূপ ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে যদি লিখিত স্বাক্ষরিত কোন প্রতিশ্রুতি দেন, তবে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায়।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর কাছে 10,000 টাকার জন্য ঋণী আছেন। এই ঋণ তামাদিদোষে দুষ্ট। 'ক' 50000 টাকা দেবেন বলে একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি দেন। ইহা আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য।

৪। প্রতিনিধি—চুক্তি আইনের ১৮৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত করার সময় প্রতিদান প্রয়োজন হয় না।

৫। দান—২৫ ধারায় ১ নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"দান প্রকৃতপক্ষে হয়ে গিয়ে থাকলে, দাতা ও দানগ্রহীতার মধ্যে যে বৈধতার সৃষ্টি হয়, তারা এই ধারার কোন অংশের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না।" অর্থাৎ, বৈধ ভাবে কোন একক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে যদি কোন সম্পত্তি দান করে থাকেন, তবে প্রতিদান ছিল না বলে সম্পত্তি ফেরত নেবার দাবি করতে পারেন না।

১(গ).৬ চুক্তি বর্হির্ভুত ব্যক্তি

যদি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে প্রতিদান বহির্ভুক্ত ব্যক্তি (Starnger to consideration) বলা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত নয় তাকে চুক্তি বহির্ভুক্ত ব্যক্তি (Staranger to contract) বলে। চুক্তি বর্হির্ভুত ব্যক্তি নিজের অধিকার জানানোর জন্য মামলা দায়ের করতে পারে না। কিন্তু প্রতিদান বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত পক্ষ হলে চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা করতে পারেন।

চুক্তি-বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তিমূলে নালিশ করতে পারেন না—এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। এই সব ব্যতিক্রমগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

১। অছি ব্যবস্থা ও বৃত্তিভোগী—অছি ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা বৃত্তিভোগী কর্তৃক প্রবর্তিত হতে পারে। এই চুক্তিতে, যে ব্যক্তি সুবিধা ভোগ করেন তিনি চুক্তিভুক্ত পক্ষ হতে পারেন না।

২। বিবাহ নিষ্পত্তি, বিচ্ছেদ ও পারিবারিক আপোষরফা—

যখন বিবাহ সংক্রান্ত ঝামেলার নিষ্পত্তি,পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগি ও পারিবারিক বিবাহ-কলহ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, তখন যে সমস্ত ব্যক্তি এক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষভুক্ত হন নাই, তাঁরাও চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা করতে পারেন।

উদাহরণ : একটি পরিবারের দুই ভাই পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগির (Partition) সময়

স্থির করে যে, তাঁরা মায়ের জন্য সমপরিমাণ খরচ করবেন। বিচারে স্থির হল তাঁদের মা তাঁর জন্য ছেলেদের খরচ করার জন্য মামলা করতে পারেন—Shuppu Ammal Vs. Subhramaniyan (1910).

৩। প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি—

যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধির (agent) সঙ্গে কোন চুক্তি হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান (Principal) চুক্তি পালনের জন্য মামলা করতে পারেন।

৪। ঋণের দায়ভার স্বীকার করা—

কিছু কিছু সময় চুক্তির এক পক্ষ তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধের কথা স্বীকার করেন বা অন্যথায় নিজেকে তৃতীয় পক্ষের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষ ঐ পক্ষের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করতে পারেন।

উদাহরণ : ভাড়াটিয়া 'ক' এবং উপ-ভাড়াটিয়া 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হল যে 'খ' সরাসরি ভাড়া বাড়ির মালিককে দেবে। চুক্তি মতো 'খ' কিছুদিন এইভাবে ভাড়া দেবার পর ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর ভাড়া বাকি হতে থাকে। বিচারে স্থির হল বাড়ির মালিক অনাদায়ী ভাড়া সরাসরি 'খ' এর থেকে আদায় করতে পারেন। — Kshirod Behari Dutt Vs. Man Gobinda Panda (1933).

১(গ).৭ উদ্দেশ্য এবং প্রতিদানের বৈধতা

কোন সম্মতিকে আইনত গ্রাহ্য হতে হলে তার প্রতিদান ও উদ্দেশ্য উভয়ই আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন, না হলে ঐ সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান কখন বৈধ হবে, বা কখন বৈধ হবে না, এই সম্পর্কে ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৩ ধারায় বলা হয়েছে। নিম্নলিখিত অবস্থায় উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ বলে গণ্য করা হয়—

(১) যদি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়—

(ক) যদি ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে তা দণ্ডনীয় হয়;

(খ) যদি তা কোন অধিনিয়ম দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে;

(গ) যদি আইনসভা থেকে অধিকার প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নিয়ম রচনা করে এটাকে নিষিদ্ধ করে থাকে।

উদাহরণ : কোন ব্যক্তি খুন করার চুক্তি। ইহা ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। সুতরাং ইহা আইনসঙ্গত হতে পারে না।

(২) যদি চুক্তি সম্পাদন করতে কোন আইনের বিধান ব্যর্থ হয়ে থাকে

যদি কোন সম্মতি ও প্রতিদানের উদ্দেশ্য এমন হয়, যেখানে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে বা ভঙ্গ করার প্রশ্রয় দেয় তাহলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে একটা চাকরি দিল। চাকরির শর্ত ছিল যে, 'খ' পাবে সপ্তাহে ১৩ পাউন্ড মাইনে এবং ৬ পাউন্ড খরচ। কিন্তু এই খরচ অত্যধিক। ইংল্যান্ড কোর্ট রায়ে বলেছিলেন যে,

খরচের শর্ত আয়কর বিভাগকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। ইহা প্রতারনামূলক কাজ। সুতরাং দুটি শর্তই নিষ্ফল হবে।

[Napier Vs. National Business Agency Ltd.]

(৩) যদি ইহা প্রতারনা মূলক হয়—

যদি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সম্মতি সম্পাদন করা হয় তাহলে তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'X' কে প্রতারনা করে যা লাভ হবে তা 'A' 'B' এবং 'C' এর মধ্যে ভাগ হবে। ইহা নিষ্ফল সম্মতি।

(৪) সম্মতি যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা তাঁর সম্মতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়—

কোন সম্মতি যদি কোন ব্যক্তির নিজস্ব বা তার সম্মতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, তবে তা নিষ্ফল সম্মতি বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : একজন দেনাদার চুক্তি করল যে, যতদিন তার দেনাপরিশোধ না হবে ততদিন সে মহাজনের চাকর হিসাবে কাজ করবে। এই চুক্তি বলবৎযোগ্য হবে না।

[Ram Sarup Vs. Bausi]

(৫) সম্মতি যদি আদালত দুর্নীতিমূলক বলে মনে করেন—

কোন সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান যদি দুর্নীতিমূলক হয় তবে সম্মতি নিষ্ফল হবে।

(৬) আদালত যদি সম্মতিকে লোকনীতি বিরুদ্ধ মনে করেন—

কোন সম্মতি যদি জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, বা সামাজিক স্বার্থবিরোধী হয়, তবে সেই সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধে বলে বিবেচিত হবে।

নিম্নলিখিত সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়—

দেশের শত্রুর সঙ্গে বাণিজ্য, সরকারি চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

- **দেশের শত্রুর সঙ্গে বাণিজ্য**—যুদ্ধে রত দুইদেশের নাগরিকদের মধ্যে বাণিজ্য চুকি নিষ্ফল। যদি সেই দেশের সরকার বিশেষ অনুমতি দান করেন, তবে এই চুক্তি বৈধ হবে।
- **আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা**— বিচারের পথে বাধা সৃষ্টিকরা অপরাধ। কোন ব্যক্তি যদি আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, তা লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং সেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করেন তাকে শাস্তি পেতে হবে কিন্তু তার পরিবর্তে যদি কেউ সম্মতিবদ্ধ হয়ে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার কাজে বাধা সৃষ্টি করে তবে তা হবে লোকনীতি বিরুদ্ধ।
- **সরকারি চাকুরি ক্রয়-বিক্রয়**— সরকারি চাকুরি ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এবং তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'A' একজন সরকারি চাকুরিজীবী। 'A' এবং 'B' এর মধ্যে চুক্তি হলো 'A' সরকারি চাকুরি দিলে 'B' একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 'A' কে দিবে। এটি নিষ্ফল সম্মতি।

- **যে সম্মতি ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবন্ধক**— যদি কোন সম্মতি অন্যায় ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে তা লোকনীতি বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যদি মহাজনের কাছে কায়িক পরিশ্রম করতে স্বীকৃত হয়।

- **যে সম্মতি পিতা-মাতার কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে**— পিতা-মাতার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর হয় না। এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন সম্মতি হলে তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি তার নাবালক পুত্রকে শ্রীমতি এ্যানি বেসান্তের অভিভাবকত্বে দিলেন। এই কর্তৃত্ব কোনদিন প্রত্যাহার করা যাবে না বলে রাজি ছিলেন। পরে পিতা ঐ নাবালক পুত্রের দাবি করলেন। আদালত বিচারে বললেন যে, পিতার অভিভাবকত্ব কোন দিন নষ্ট হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রকে ফেরৎ পেলেন।

[Giddu Narayanish Vs. Mrs. Annic Basant]

- **যে সম্মতি দাম্পত্য কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে**— কোন সম্মতির ফলে যদি দাম্পত্য কর্তব্য বিঘ্নিত হয়, তবে তাকে লোকনীতি বিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হবে এবং নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাকে বিবাহ করার জন্য অর্থ প্রদানে সম্মতি জানায় তবে তার নিষ্ফল হবে।

[Roshan Vs. Mahomad]

- **বিবাহ দালালি সম্মতি**— ইংরাজি আইনে বিবাহ ঠিক করে দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দেওয়ার সম্মতি লোকনীতি বিরুদ্ধ এবং তা নিষ্ফল। কারণ সেখানে মনে করা হয় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের নিজের জীবনসঙ্গী পছন্দ করার অধিকার আছে, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে এই নির্বাচন ব্যাহত হবে। কিন্তু ভারতে এই নিয়মের প্রচার নেই। ভারতে পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের জন্য পাত্র পাত্রী নির্বাচন করেন এবং সেজন্য ঘটক নিযুক্ত করাও হয়ে থাকে। সুতরাং, এই সম্পর্কে ইংরাজি আইন বলবৎ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। Baksi Das Vs Nadu Das মামলায় কলকাতার হাইকোর্ট বলেছেন যে, বিবাহ স্থির করার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে অর্থ প্রদানের সম্মতি লোকনীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং প্রবর্তনীয় নয়।

উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের অংশিক বৈধতা—

প্রতিদান ও উদ্দেশ্য যদি অংশিকভাবে অবৈধ হয়, তবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হবে।

(১) যেখানে একাধিক উদ্দেশ্য, কিন্তু একটিমাত্র প্রতিদান, সেখানে একটি মাত্র উদ্দেশ্য অবৈধ হলেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। —(২৪ ধারা)

(২) যেখানে একটিমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু একাধিক প্রতিদান সেখানে একটি প্রতিদান অবৈধ হলেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। —(২৪ ধারা)

(৩) যেখানে বৈধ এবং অবৈধ কাজ করার জন্য দু'পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হন, এবং ঐ সম্মতির বৈধ এবং অবৈধ অংশ পৃথক করা যায়, সেখানে অবৈধ অংশ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে। —(৫৭ ধারা)

(৪) যদি সম্মতিতে বিকল্প অঙ্গীকার থাকে, এবং যদি তার একটি বৈধ এবং অপরটি অবৈধ হয়, তা হলে শুধু বৈধ অংশ প্রবর্তনীয় হবে। —(৫৮ ধারা)

উদাহরণ : A এবং B একটি চুক্তি সম্পাদন করে। সম্মতি অনুযায়ী A, B কে কাপড় বা চোরাই মাল সরবরাহ করবে এবং বিনিময়ে B 5000 টাকা প্রদান করবে। এখানে কাপড়ের সম্মতি বৈধ কিন্তু চোরাই মালের ক্ষেত্রে নিষ্ফল।

১(গ).৮ সারাংশ

এই এককটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করার পরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম—

- প্রতিদান বলতে কী বোঝায়;
- প্রতিদান বৈধ হতে হলে কী কী নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়;
- প্রতিদান নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ;
- প্রতিদানের ক্ষেত্রে চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তির অধিকার;
- উদ্দেশ্য প্রতিদানের বৈধতা;
- লোকনীতি বিরুদ্ধ সম্মতি সমূহ;
- উদ্দেশ্য প্রতিদানের অংশিক বৈধতা।

১(গ).৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) প্রতিদানের সংজ্ঞা দিন। প্রতিদানের দু'টি উদাহরণ দিন।

(২) প্রতিদান কত রকমের হয়?

(৩) অতীত প্রতিদানের একটি উদাহরণ দিন।

(৪) প্রতিদান ব্যতিরেকে চুক্তি হয় এমন একটি উদাহরণ দিন।

(৫) চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি বলতে কী বোঝেন?

(৬) উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা বলতে কী বোঝেন?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলীগুলি বর্ণনা করুন।

(২) "প্রতিদান নাই, চুক্তিও নাই"—নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ উল্লেখ করুন।

(৩) কোন্ কোন ক্ষেত্রে চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তি মূলে নালিশ করতে পারেন?

(৪) উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা বলতে কী বোঝেন? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয়, উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করুন।

১(গ).১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ১ (ঘ) ❑ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায় এবং বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা ইত্যাদি।

গঠন

১(ঘ).১ উদ্দেশ্য
১(ঘ).২ প্রস্তাবনা
১(ঘ).৩ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়
১(ঘ).৪ বলপ্রয়োগ
১(ঘ).৫ অনুচিত প্রভাব
১(ঘ).৫.১ বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা
১(ঘ).৬ প্রতারনা
১(ঘ).৭ মিথ্যাবর্ণন
১(ঘ).৭.১ মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার পার্থক্য
১(ঘ).৮ ভুল
১(ঘ).৯ সারাংশ
১(ঘ).১০ অনুশীলনী
১(ঘ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

১(ঘ).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের ধারণা;
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের পথে বাধা;
- সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে চুক্তি কীভাবে প্রভাবিত হয়;
- চুক্তির ওপর বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের প্রভাব;

১(ঘ).২ প্রস্তাবনা

চুক্তির ক্ষেত্রে সকল পক্ষের ''স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়'' প্রয়োজন। অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না। 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেক সময়ই চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হলে চুক্তিতে তাঁদের 'সায়' আছে বলে মনে করা হয়। যখন চুক্তির সকল পক্ষই একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়, তখন তাদের ইচ্ছা একই রকম বলে

মনে হয়। যে ক্ষেত্রে সায় বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা, বা ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাকে ''স্বেচ্ছা প্রদত্ত' সায় বলা হয় না। অর্থাৎ, যে সায় বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা, বা ভুলের প্রভাব থেকে মুক্ত, তাকেই 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত' সায় বলা হয়। সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত হলে এবং চুক্তির অন্যান্য উপাদান সঠিক থাকলে চুক্তি বৈধ হয়, অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না। যদি স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় না থাকে, তাহলে চুক্তি কীভাবে প্রভাবিত হয়, সেটাই এই এককের আলোচ্য বিষয়।

১(ঘ).৩ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়

ভূমিকা ও সংজ্ঞা : ভারতীয় চুক্তি আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' হল চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। চুক্তির অন্তর্গত পক্ষেরা যখন একই অর্থে ও একই বিষয়ে একমত হয়, তখন বলা হয় চুক্তিতে সায় বিদ্যমান। ইহার অর্থ চুক্তির অন্তর্গত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। চুক্তি বলবৎ হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সায় বিদ্যমান থাকলেই হয় না, সায়টি স্বেচ্ছা প্রদত্ত কিনা সেটাও লক্ষণীয়। সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে চুক্তি বৈধ হয় না।

অধিনিয়মের ১৩ ধারায় 'সায়' সম্পর্কে বলা হয়েছে— ''যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয় তাঁরা সায় দিয়েছেন বলা হবে।''

উদাহরণ : 'ক' এর দুই খানি ঘোড়া আছে, একটি কালো আর অন্যটি সাদা। 'ক' এর সাদা ঘোড়াটি 'খ' কে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দেওয়ায় 'খ' তাতে সম্মতি জানায়। কিন্তু 'খ' মনে মনে ভাবেন যে কালো ঘোড়াটি ক্রয় করছেন। এক্ষেত্রে 'ক' যেটি বোঝাতে চেয়েছেন, 'খ' অন্যটি বুঝেছেন। তার ফলে 'খ' যে সম্মতি জানিয়েছিল সেখানে সায় নেই মনে করা হবে। তাই সায়-এর অনুপস্থিতিতে চুক্তি বৈধ হয় না।

অধিনিয়মের ১৪ ধারায় 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' সম্পর্কে বলা হয়েছে—যে সায় বল প্রয়োগ (Coercion) [১৫ ধারা],অনুচিত প্রভাব (Undue influence) [১৬ ধারা] প্রতারনা (Fraud) [১৭ ধারা], মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) [১৮ ধারা] ভুল (mistake) [২০, ২১, ও ২২ ধারা],-র দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাকে 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' বলা যায় না।

স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়-এর অনুপস্থিতিতে যখন উভয় পক্ষই ভুলের বশবর্তী হয়ে সায় প্রদান করেন, তখন তা নিষ্ফল সম্মতি। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা ও মিথ্যাবর্ণনার ক্ষেত্রে সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে সম্মতি নিষ্ফল যোগ্য হয়। অর্থাৎ ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী সম্মতি বৈধ হয়।

১(ঘ).৪ বল প্রয়োগ

বল প্রয়োগের অর্থ হল জোর করে কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ করা। কোন ব্যক্তিকে জোর করে অথবা ভয় দেখিয়ে চুক্তিভুক্ত করাকে বল প্রয়োগ বলে।

আইনের ১৫ ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

''যদি কোন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code) দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য

করে বা করার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা কোন ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূল সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক রাখে বা রাখার ভীতি প্রদর্শন করে অপর কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করে, তবে তাকে বলপ্রয়োগ বলা হবে।"

উপরের বলপ্রয়োগের সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি ঘটনা ঘটলে বলা হবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে :

(১) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে; অথবা

(২) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করার ভীতি প্রদর্শন করা হলে; অথবা

(৩) অবৈধ ভাবে কোন সম্পত্তি আটক রাখা হলে;

(৪) অবৈধ ভাবে কোন সম্পত্তি আটকে রাখার ভীতি প্রদর্শন করা হলে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে,

(১) উপরের বর্ণিত (১-৪) উপায়ে কোন প্রকার কার্য দ্বারা কোন ব্যক্তিকে চুক্তিভুক্ত হতে বাধ্য করা হলে তা বল প্রয়োগ বলে মনে করা হবে।

(২) যে স্থানে ঐ সকল কার্য (১-৪) করা হয়েছিল সেখানে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বলবৎ না থাকলেও তাকে বল প্রয়োগ বলে মনে করা হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে ভয় দেখিয়ে তার (খ-এর) সুন্দর বাড়িটি বিক্রি করার চুক্তি করলেন। এক্ষেত্রে 'ক' বল প্রয়োগ দ্বারা 'খ' এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এই চুক্তি প্রবতর্নীয় নয়।

(২) একটি ১৩ বৎসরের বিধবা বালিকাকে বলা হয় যে, তার স্বামীর আত্মীয়ের এক পুত্রকে দত্তকে নিতে। অন্যথায় তার স্বামীর মৃতদেহ সৎকার করতে দেওয়া হবে না। বিচারে স্থির হয়, এক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সংঘটিত চুক্তি প্রবতর্নীয় নয়।

Renganayakamma Vs. Alwar Chetty (1927).

(৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি ব্যবসায়ের হিসাবের খাতা পত্র নতুন প্রতিনিধির হাতে দিতে অস্বীকার করেন। ঐ প্রতিনিধি দাবি করেন যে, পূর্বেকার সমস্ত লেনদেন সম্পর্কিত দায় থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। প্রতিনিধির দাবি মেনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট এ-ব্যাপারে রায় দেন যে, প্রধানের (Principal) ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তন যোগ্য হবে, কারণ এই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ হয়েছে।

[Muthiah Chettiar Vs. Karupper Chetty (1927)]

- **মামলা করার ভীতি প্রদর্শন :**

কোন ব্যক্তির কৃতকার্যের জন্য দেওয়ানী (Civil) বা ফৌজদারি (Criminal) মামলা দায়ের করার ভীতি প্রদর্শন কে বল প্রয়োগ বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অজুহাতে মামলা দায়ের ভীতি প্রদর্শন কে বল প্রয়োগ বলে গণ্য করে তা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code) কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

- **আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন :**

কোন কোন সময় আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির থেকে সায় (Consent) গ্রহণ করে। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুসারে আত্মহত্যার চেষ্টা দণ্ডনীয়, কিন্তু

আত্মহত্যা দণ্ডনীয় নয়। কারণ মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতায়-নিষিদ্ধ কোন কার্য করা বা ঐরূপ কোন কার্য করার ভীতি প্রদর্শন করা হল বল প্রয়োগ। সেই অর্থে আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন বল প্রয়োগ ছাড়া কিছু নয়।

একটি বিখ্যাত মোকদ্দমার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করে তার স্ত্রী ও পুত্রকে তাঁর ভাই-এর অনুকূলে (infavour of) একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। বিচারে চুক্তিটিকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

[Chikkam Ammiraju Vs. Chikkam Seshamma (1918).]

বলপ্রয়োগের পরিণাম (Effects of Coercion)—বল প্রয়োগ দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে যে পক্ষের সম্মতি বল প্রয়োগ দ্বারা পাওয়া গেছে, সেই পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে (at the option of the party) নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। ক্লিষ্ট পক্ষ যদি মনে করেন, তাহলে চুক্তি রদ করতে পারেন। যে পক্ষ বল প্রয়োগের কারণের জন্য চুক্তি রদ করতে চান, সেই পক্ষকে তাঁর উপর বল প্রয়োগের প্রমান দিতে হবে।

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৯ ও ৭২ ধারায় বল প্রয়োগের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা আছে।

১৯ ধারায় বলা হয়েছে— "বল প্রয়োগের দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে যে ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে।"

৭২ ধারায় বলা হয়েছে— "বল প্রয়োগের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা কোন বস্তু দেওয়া হলে, সেই ব্যক্তি উহা অবশ্যই ফেরত দেবেন।"

বলপূর্বক অবরোধ (Duress) —ইংরেজি আইনে বল প্রয়োগের (Coercion) প্রায় সমার্থক হিসাবে 'বল পূর্বক অবরোধ' (Duress) কথাটি ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় আইনে ব্যবহৃত বল প্রয়োগ (Coercion) শব্দের অর্থ ইংরেজি আইনে ব্যবহৃত বল পূর্বক অবরোধ (Duress) অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। 'বল পূর্বক অবরোধ' শব্দটির অর্থ শারীরিক ভীতি প্রদর্শন করে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করা। কিন্তু সম্পত্তি আটক বা নষ্টের ভীতি প্রদর্শন ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বল প্রয়োগ ও বল পূর্বক অবরোধের পার্থক্য—

বল প্রয়োগ বলপূর্বক অবরোধ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অবৈধভাবে পণ্য আটক করা বল প্রয়োগের অন্তর্গত। কিন্তু বল পূর্বক অবরোধ বলতে অবৈধবাবে পণ্য আটক বোঝায় না। ইহা শারীরিক ক্ষতি বা শারীরিক ভাবে ভীতি প্রদর্শনকে বোঝায়।

১(ঘ).৫ অনুচিত প্রভাব

উর্দ্ধতন ক্ষমতার (superior power) অপব্যবহার করে অধস্তন ব্যক্তির কাছ থেকে চুক্তির সায় আদায় করা হলে বলা হয় অনুচিত প্রভাব (Undue Influence) ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি ভুক্ত পক্ষেরা একজন অপরজনের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক যুক্ত যে, একজন অন্যজনের ওপর কর্তৃত্ব করেন। অনেক সময় চুক্তির একপক্ষ অন্যপক্ষকে প্ররোচনার দ্বারা প্রভাবিত করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুক্তিভুক্ত করতে বাধ্য করেন।

অধিনিয়মের ১৬(১) ও ১৬(২) ধারায় 'অনুচিত প্রভাব' শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অধিনিয়মের ১৬(১) ধারা অনুযায়ী, "কোন চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত যখন (১) চুক্তিভুক্ত

পক্ষেরা পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কিত যে, একজন তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা অপরজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রভাবিত করেন এবং (২) অন্যজনের উপর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

অধিনিয়মের ১৬(২) ধারায় "নিজের ক্ষমতা দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা"— কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে ধরা হয় :

(১) যখন এক পক্ষের ওপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত (real) বা আপাত (apparent) কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

উদাহরণ : প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে সম্পর্ক, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(২) যখন এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের পরম বিশ্বাসের (Fiduciary) সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদাহরণ : পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক, ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(৩) যখন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা হয় যিনি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা শারীরিক কারণে সাময়িক বা চিরকালের জন্য মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

উদাহরণ : রোগে জীর্ণ অতি বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসকের চুক্তি।

অনুচিত প্রভাবের অনুমান (Presumption of Undue Influence)

নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, অনুচিত প্রভাব বর্তমান আছে:

(i) যখন এক পক্ষের উপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত বা আপাত কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে।

(ii) যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন রকম বিশ্বাসের সম্পর্কে থাকে।

(iii) যখন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা হয় যিনি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা শারীরিক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত।

অনুচিত প্রভাবের পরিণাম (Consequences of Undue Influence)

অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মত হয়েছে তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মনে করলে চুক্তিটি রদ করতে পারেন। ১৯(ক) ধারায় অনুচিত প্রভাবের পরিণাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"যখন অনুচিত প্রভাব দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মত হন, তখন ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি নিষ্ফল যোগ্য হবে।"

"অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত এইরূপ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে রদ হতে পারে, বা যে ব্যক্তি ইহা পরিহার করতে পারেন তিনি যদি এই চুক্তি থেকে কোন প্রকার উপকার পেয়ে থাকেন, তাহলে আদালত ন্যায্য শর্তে চুক্তিটি রদ করতে পারেন।"

প্রমাণ ভার (Burden of Proof)

কোন কোন সময় কোন চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত, এই অভিযোগ জানিয়ে আদালতে মামলা করা হয়। এক্ষেত্রে যে পক্ষ অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত তাঁর দায়িত্ব হবে অনুচিত প্রভাবের সত্যতা আদালতে প্রমাণ করা। এ বিষয়ে ক্লিষ্ট (Aggrieved) পক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ করতে হবে;

(১) চুক্তির অপর পক্ষ যিনি অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধতন (Superior) তিনি তাঁর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারেন। এবং

(২) উর্দ্ধতন ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে চুক্তিতে তাঁর সায় আদায় করা হয়েছে।

১(ঘ).৫.১বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা করা হল :

(১) **সংজ্ঞা** (Definition) : ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় নিষিদ্ধ ও শাস্তি যোগ্য কোনরকম কার্য করে বা করার ভীতি প্রদর্শন করে তা হল বল প্রয়োগ। অন্যদিকে চুক্তি আইনের ১৬ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতাবলে অন্য ব্যক্তি ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে চুক্তিতে সম্মত করান, তাহলে তাকে বলা অনুচিত প্রভাব।

(২) **পক্ষ** (Parties) : চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তিও বল প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু চুক্তিভুক্ত এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অনুচিত ভাবে প্রভাবিত করেন। চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি তা করতে পারেন না।

(৩) **অধিকার সমূহ** (Rights) : বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) চুক্তি পরিহার করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কোন সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তবে অন্য পক্ষের জন্য সুবিধা বহাল বা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত চুক্তি ক্লিষ্ট পক্ষের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রদ হতে পারে অথবা আদালত যে কোন ন্যায্য শর্তে চুক্তি রদ করতে পারেন।

(৪) **দায়িত্ব** (Onus) : বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁর উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষকে অন্য পক্ষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক (fiduciary relation) প্রমাণ করতে হবে। চুক্তির অন্য পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি চুক্তিতে কোন অনুচিত প্রভাব ব্যবহার করেন নি, বা, অন্যায় ভাবে কোন সুবিধা গ্রহণ করেন নি।

(৫) **শাস্তি** (Punishment) : বল প্রয়োগ ভারতীয় দণ্ডসংহিতা (Indian Penal Code) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। কিন্তু অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে এরকম কোন শাস্তির বিধান নেই।

১(ঘ).৬ প্রতারনা

চুক্তি গঠনের সময় চুক্তির অপরিহার্য উপাদান সম্পর্কে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনা দেওয়া হয় তবে তাকে প্রতারণা (Fraud) বলে। চুক্তির এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে ঠকানোর জন্য ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবর্ণনা করেন, এবং যদি অন্যপক্ষ তা সত্যি বলে মনে করেন, তবে তাকে প্রতারনা বলে। প্রতারনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনা করা। অনিচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনাকে প্রতারনা বলা হয় না।

চুক্তি অধিনিয়মের ১৭ ধারায় প্রতারনার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

"চুক্তির কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে, বা তাঁর প্রতিনিধি (agent) কে চুক্তিভুক্ত করার জন্য কোনোরকম চুক্তির মিথ্যাবর্ণনা দিলে তা প্রতারনা বলে গণ্য করা হয়।"

১৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত যে কোন কার্য করলেই তাকে প্রতারনা বলে গণ্য করা হবে :

(১) যা সত্য নয়, অর্থাৎ এরূপ কোন তথ্য যা কোন ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তাকে সত্য বলে বর্ণনা করা।

(২) কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সেই বিষয় কারসাজি করে গোপন রাখা।

(৩) অঙ্গীকার পালন না করার ইচ্ছা নিয়ে অঙ্গীকার করা।

(৪) ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোন কার্য করা।

(৫) আইন দ্বারা প্রতারনামূলক বলে ঘোষিত কোন কার্য করা বা বিচ্যুত হওয়া।

ব্যাখ্যা (Explanation) : চুক্তি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারনা বলা চলে না। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে নীরবতা প্রতারনা হিসাবে গণ্য করা হবে। সুতরাং বলা যায় নীবতা মাত্রেই প্রতারনা নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কথা বলা কর্তব্য, সেক্ষেত্রে নীরবতার অর্থ প্রতারনা।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' নিলামের দ্বারা 'খ' কে একটি গাড়ি বিক্রি করেন। গাড়িটায় কোন দোষ বা খুঁত নেই মনে করে 'খ' গাড়িটি কেনেন। 'ক' গাড়িটার খুঁত সম্পর্কে 'খ' কে কিছুই জানায়নি। এটি কোন প্রতারনা নয়।

(খ) 'খ' গাড়িটি কেনার সময় 'ক' কে বলল, ''তুমি যদি অস্বীকার না কর, তবে মনে করব গাড়িটিতে কোন খুঁত নাই।'' 'ক' কিছুই বলল না। এক্ষেত্রে 'ক' এর নীরবতা মুখরতার সামিল। গাড়িটিতে সত্যিই যদি খুঁত থাকে, তবে 'ক' এর নীরবতা প্রতারনামূলক।

নীরবতা ও প্রতারনা (Silence and Fraud)

অধিনিয়মের ১৭ ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ''প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারও চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারনা বলা যায় না। কিন্তু সেখানে তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বা যেখানে নীরবতা মুখরতার সামিল, সেখানে নীরবতা প্রতারনা হিসাবে গণ্য করা হবে।''

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বলা হয় নীরবতাই প্রতারনা :

১. যেখানে কথা বলা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

২. যেখানে নীরবতা মুখরতা সামিল।

প্রতারনা পরিনাম (Consequences of fraud)

অধিনিয়মের ১৯ ধারায় প্রতারনার পরিণাম ও প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে

''প্রতারনা দ্বারা যে ব্যক্তি সম্মত হয়েছেন তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রতারনা দ্বারা প্রবর্তিত চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হয়ে থাকে।'' অন্যভাবে বলা যায়—

কোন ব্যক্তি যদি প্রতারনার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হন, তবে তিনি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিকার পেতে পারেন :

১. তিনি চুক্তি পালন নাও করতে পারেন।

২. চুক্তির অপর পক্ষকে তিনি চুক্তি পালনে বাধ্য করতে পারেন এবং চুক্তি পালন হলে তিনি যে সকল সুবিধা ভোগ করতে পারতেন, সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য তিনি অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারবেন।

৩. প্রতারনা একধরনের দেওয়ানী অপরাধ (Civil wrong or tort) হওয়ার জন্য ক্লিষ্ট পক্ষ ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারেন।

- **চুক্তি রদ করার অধিকার হারানো** (Loss of Right of Rescission) :

প্রতারনার দ্বারা চুক্তি হয়ে থাকলে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্তিত চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। ইচ্ছানুযায়ী তিনি চুক্তিটি রদ করতে পারেন বা চুক্তি পালনের জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু প্রতারনার প্রতিকারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে চুক্তি রদের অধিকার লোপ পায় :

১. **সময়ের অতিবাহন** (Lapse of Time) :

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারনা ধরা পড়ার পর যথাযোগ্য সময় (Reasonable Time)-র মধ্যে ক্লিষ্ট পক্ষ যদি চুক্তিটি রদ (Rescind) না করেন, তাহলে যথাযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে চুক্তিটি রদ করার অধিকার থাকে না। এক্ষেত্রে যথাযোগ্য সময় ঘটনার পরিস্থিতি ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

২. **তৃতীয় পক্ষের অধিকার** (Right of Third Parties) :

কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ যথেষ্প পরিমাণ প্রতিদান দিয়ে অতি বিশ্বাসের সঙ্গে কোন বিষয়ের উপর তাঁর অধিকার লাভ করেন। কিন্তু যদি অন্য দুই পক্ষের মধ্যে কোনরূপ প্রতারনার কথা তাঁর জানা না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) চুক্তি রদ করার অধিকার হারান।

৩. **পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়** (Restitution not Possible) :

যে পক্ষ চুক্তি রদ করতে চাইছেন, তিনি যদি চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ফেরত বা ফিরিয়ে দেবার অবস্থায় না থাকেন, তাহলে তিনি আর চুক্তি রদ করতে পারেন না।

১(ঘ).৭ মিথ্যাবর্ণন

চুক্তি সম্পাদনের সময় বা আগে চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেন, তাকে 'বিবৃতি' (Statement) বা 'বর্ণনা' (Representation) বলে। বিশ্বাসের সঙ্গে এবং ঠকাবার কোন অভিসন্ধি না নিয়ে যদি কোন ভ্রান্ত বিবৃতি দেওয়া হয়, তবে তাকে মিথ্যাবর্ণন (Misrepresentation) বলা হয়।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে (innocently) বা ইচ্ছাকৃতভাবে (intentionally) মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হতে পারে। যখন অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঠকানোর অভিসন্ধি না নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে মিথ্যাবর্ণন (Misrepresntation) বলা হয়। কিন্তু, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠকাবার অভিসন্ধি নিয়ে যখন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে প্রতারনা (Fraud) বলে।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.